أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/G/62) www.motaher21.net

وَأَنتُمْ ظٰلِمُونَ

" বাস্তবিকই তোমরা যালিম।"

" You were Zalimun."

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-৯১

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُۥ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنۢبِيَآءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

আর যখন তাদের বলা হয়, ‘মহান আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তাতে ঈমান আনো’ ; তারা বলে, ‘আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাস করি’ । অথচ পরবর্তী কিতাবকে অর্থাৎ কুর ’ আনকে তারা প্রত্যাখ্যান করে, যদিও তা সত্য এবং যা তাদের নিকট আছে তার সমর্থক। বলো, ‘যদি তোমরা বিশ্বাসীই ছিলে তবে কেন তোমরা পূর্বে মহান আল্লাহ্‌র নবীগণকে হত্যা করেছিলে’ ?

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-৯২

وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنۢ بَعْدِهِۦ وَأَنتُمْ ظَٰلِمُونَ

অবশ্যই মূসা তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ এসেছিলেন, তারপর তোমরা তার অনুপস্থিতিতে গো বৎস কে (উপাস্যরুপে) গ্রহন করেছিলে। বাস্তবিকই তোমরা যালিম

৯১ ও ৯২ নং আয়াতের তাফসীর:

‘আমরা শুধু তাওরাতের প্রতিই ঈমান আনব, অন্যান্য গ্রন্থের প্রতি ঈমান আনব না,’ ইয়াহুদীদের এ উক্তি সুস্পষ্ট কুফর। সেই সাথে তাদের উক্তি যা (তাওরাত) আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে' - এ থেকে প্রতিহিংসা বুঝা যায়। এর পরিস্কার অর্থ হচ্ছে এই যে, অন্যান্য গ্রন্থ যেহেতু আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়নি, কাজেই আমরা সেগুলোর প্রতি ঈমান আনব না। আল্লাহ্ তা'আলা তিন পন্থায় তাদের এ উক্তি খণ্ডন করেছেন।

প্রথমতঃ অন্যান্য গ্রন্থের সত্যতা ও বাস্তবতা যখন অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত, তখন সেগুলো অস্বীকার করার কোন কারণ থাকতে পারে না। অবশ্য দলীলের মধ্যে কোন আপত্তি থাকলে তারা তা উপস্থিত করে দূর করে নিতে পারত। অহেতুক অস্বীকার করার কোন অর্থ হয় না।

দ্বিতীয়তঃ অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে একটি হচ্ছে কুরআনুল কারীম, যা তাওরাতেরও সত্যায়ন করে। সুতরাং কুরআনুল কারীমকে অস্বীকার করলে তাওরাতের অস্বীকৃতিও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তৃতীয়তঃ আল্লাহ্র সকল গ্রন্থের মতেই নবীদের হত্যা করা কুফর ! তোমাদের সম্পপ্রদায়ের লোকেরা কয়েকজন নবীকে হত্যা করেছে। অথচ তারা বিশেষভাবে তাওরাতের শিক্ষাই প্রচার করতেন। তোমরা সেসব হত্যাকারীকেই নেতা ও পুরোহিত মনে করেছ। এভাবে কি তোমরা তাওরাতের সাথেই কুফরী করনি? সুতরাং তাওরাতের প্রতি তোমাদের ঈমান আনার দাবী আসার প্রমাণিত হয়। মোটকথা, কোন দিক দিয়েই তোমাদের কথা ও কাজ শুদ্ধ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। পরবর্তী আয়াতে আরও কতিপয় যুক্তির দ্বারা ইয়াহুদীদের দাবী খণ্ডন করা হয়েছে। [মাআরিফুল কুরআন]

এ আয়াতে ‘স্পষ্ট প্রমাণ' কি তা ব্যাখ্যা করে বলা হয় নি। অন্য আয়াতে সেটা এসেছে। যেমন, বলা হয়েছে, “ তারপর আমরা তাদেরকে তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ভেক ও রক্ত দ্বারা ক্লিষ্ট করি। এগুলো স্পষ্ট নিদর্শন; কিন্তু তারা অহংকারীই রয়ে গেল, আর তারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়" [সূরা আল-আরাফ: ১৩৩]

আরও বলা হয়েছে, “তারপর মূসা তার হাতের লাঠি নিক্ষেপ করল এবং সাথে সাথেই তা এক অজগর সাপে পরিণত হল এবং তিনি তার হাত বের করলেন আর সাথে সাথেই তা দর্শকদের কাছে শুভ্র উজ্জ্বল দেখাতে লাগল" [সূরা আল-আরাফঃ ১০৭-১০৮]

আরও এসেছে, “তারপর আমরা মূসার প্রতি ওহী করলাম যে, আপনার লাঠি দ্বারা সাগরে আঘাত করুন। ফলে তা বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতের মত হয়ে গেল” [সূরা আশ-শু'আরা: ৬৩] অনুরূপ আরও কিছু আয়াতে।

ইয়াহুদীদের দাবীর খণ্ডনে আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা একদিকে ঈমানের দাবী কর, অন্যদিকে প্রকাশ্য শির্কে লিপ্ত হও। ফলে শুধু মূসা ‘আলাইহিস সালাম-কেই নয়, আল্লাহ্‌কেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে চলেছ। কুরআন নাযিলের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমলে যেসব ইয়াহুদী ছিল, তারা গোবৎসকে উপাস্য নির্ধারণ করেনি সত্য; কিন্তু তারা নিজেদের পূর্ব-পুরুষদের সমর্থক ছিল। অতএব তারাও মোটামুটিভাবে এ আয়াতের লক্ষ্য। [তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

ইসলাম কবুল না করেও ইয়াহুদীরা ঈমানদার বলে মিথ্যা দাবি করে

‘যখন তাদের বলা হয়’ অর্থাৎ ইয়াহুদী এবং তাদের সাদৃশ্য অন্যান্য আহলে কিতাবকে যখন বলা হয় যে, ‘মহান আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তাতে ঈমান আনো’ ; অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে নবী হিসেবে বিশ্বাস করে তাঁকে সত্য বলে জানো এবং তাঁর আনুগত্য করো। ‘তারা বলে, ‘আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাস করি’ অর্থাৎ তাওরাত ও ইঞ্জিল যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার প্রতি যে ঈমান বা বিশ্বাস আমাদের রয়েছে তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট, এটা ব্যতীত আমরা অন্য আর কোন কিছু মেনে নিবো না। ‘যদিও তা সত্য এবং যা তাদের নিকট আছে তার সমর্থক’ অর্থাৎ তারা জানে যে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা সত্য এমতাবস্থায় তা তাওরাত ও ইঞ্জিলের ও সত্যায়নকারী। অতএব দালীল তাদের নিকট স্পষ্ট। যেমন পবিত্র কুর’ আনে আছেঃ

﴿اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ﴾

যাদেরকে আমি কিতাব প্রদান করেছি তারা তাকে এরূপভাবে চিনে, যেমন চিনে তারা আপন সন্তানদেরকে। (২ নং সূরা বাকারাহ, আয়াত নং ১৪৬) সুতরাং তাঁকে অস্বীকার করার ফলে তাওরাত ও ইঞ্জিলের ওপরও তাদের ঈমান থাকলো না। এ দালীল কায়িম করার পর অন্যভাবে দালীল কায়িম করা হচ্ছে যে, তারা যদি তাদের কথায় সত্যবাদী হয় তাহলে যে সব নবী নতুন কোন শারী ‘আত ও কিতাব না এনে পূর্ব নবীদেরই অনুসারী হয়ে তাঁদের নিকট এসেছিলেন, তারা তাঁদেরকে হত্যা করেছিলো কেন, যদিও তোমরা তাদেরকে নবী বলে জানতে? অথচ মহান আল্লাহ তো নবীদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। বরং তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁদের আনুগত্য ও অনুস্মরণ করতে। আর এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাদের উক্তিঃ ‘আমরা বিশ্বাসী যা আমাদের নিকট অবতীর্ণ করা হয়েছে’ এটাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে তাদের নিন্দা করেছেন। তারাতো নবীদেরকে শুধুমাত্র হিংসা ও অহমিকার জন্য অন্যায়ভাবে হত্যা করতো। অতএব তারাতো শুধু লোভ-লালসা, ভ্রান্ত ধারণা এবং অলীক কল্পনার অনুসরণ করছে।

অতঃপর বলা হচ্ছে যে, মূসা (আঃ) হতে তো তারা বড় বড় মু ‘জিযাহ প্রকাশ পেতে দেখেছে, যেমন তুফান, প্লাবন, ফড়িং, উকুন, ব্যাঙ, রক্ত ইত্যাদি যা তাঁর বদ দু ‘আর কারণে প্রকাশ পেয়েছে। তাছাড়া লাঠির সাপ হওয়া, হাত উজ্জ্বল চন্দ্রের ন্যায় হওয়া, নদী দুই ভাগ হওয়া, মেঘ দ্বারা ছায়া দান করা, ‘মান্না ও সালওয়া’ অবতারিত হওয়া এবং পাথর হতে ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়া ইত্যাদি বড় বড় অলৌকিক ঘটনাবলী, যা মূসা (আঃ) এর নবুওয়াতের ও মহান আল্লাহ্‌র একাত্মবাদের জ্বলন্ত প্রমাণ ছিলো এবং এগুলো তারা স্বচক্ষে দেখেছিলো। অথচ মূসা (আঃ) এর তূর পাহাড়ে গমনের পর পরই তারা বাছুরকে তাদের উপাস্য বানিয়ে নেয়।

﴿وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّه خُوَارٌ ﴾

‘আর মূসার চলে যাবার পর অলংকার দ্বারা বাছুরের মতো পুতুল তৈরী করলো, এটা হতে গরুর মতো শব্দ বের হতো। (৭ নং সূরা আ ‘রাফ, আয়াত নং ১৪৮) তাহলে তাওরাতের ওপর এবং মূসা (আঃ) এর ওপর তাদের ঈমান থাকলো কোথায়?

পরে তাদের মনে এ অনুভূতি হয়েছিলো, যেমন আল্লাহ সুবহানাহু বলেনঃ

﴿وَ لَمَّا سُقِطَ فِيْٓ اَيْدِيْهِمْ وَ رَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا ۙ قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَ يَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ﴾

আর যখন তারা লজ্জিত হলো এবং দেখলো যে, প্রকৃত পক্ষে তারা বিভ্রান্ত হয়েছে, তখন তারা বললোঃ আমাদের রাব্ব যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন তাহলে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবো। (৭ নং সূরা আ ‘রাফ, আয়াত নং ১৪৯)

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে ইয়াহূদীদেরকে তার প্রতি ঈমান আনয়ন করার কথা বলা হলে তারা বলে, আমাদের ওপর যে তাওরাত ও ইঞ্জিল নাযিল হয়েছে তাই যথেষ্ট। অথচ তারা জানে যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সত্য নাবী এবং তার প্রতি যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তাও সত্য, এমনকি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তাদের নিজেদের সন্তানের চেয়েও বেশি চেনে। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ)

যাদেরকে আমি কিতাব প্রদান করেছি, তারা রাসূলুল্লাহকে (মুহাম্মাদ [(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)]-কে) এরূপ চেনে যেমন চিনে নিজেদের পুত্রকে। (সরা বাকারাহ ২:১৪৬, সূরা আন ‘আম ৬:২০) এরপরেও অহংকার ও হঠকারিতা তাদেরকে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি ঈমান আনতে বাধা দেয়।

অতঃপর আল্লাহ তা ‘আলা তাদের মিথ্যা দাবির প্রতিবাদ করে বলেন, যদি তোমরা প্রকৃতপক্ষে তাওরাত ও ইঞ্জিলের প্রতি ঈমান এনে থাক তাহলে তাওরাত ও ইঞ্জিলের সত্যায়নকারী নাবী-রাসূলগণকে কেন হত্যা করেছ? মূলত তারা হিংসার বশীভূত হয়ে এ সমস্ত ঘৃণিত কাজে জড়িত হয়েছে। যা এ সূরার ৮৭ নং আয়াতে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

(وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُّوْسٰي بِالْبَيِّنٰتِ)

‘এবং নিশ্চয়ই মূসা উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীসহ তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন’ আল্লাহ তা ‘আলা মূসাকে যে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে অন্যত্র বলেন:

(وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ فَسْئَلْ بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ اِذْ جَاۤءَهُمْ فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا)

“তুমি বানী ইস্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, আমি মূসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম; যখন সে তাদের নিকট এসেছিল, ফির ‘আউন তাকে বলেছিল, ‘হে মূসা! আমি মনে করি তুমি জাদুগ্রস্ত।” (সূরা ইসরা ১৭:১০১)

উক্ত নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন হল- তুফান, ফড়িং, ব্যাঙ, রক্ত, উকুন, লাঠি, হাত চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হওয়া, পাথর হতে নদী বা ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়া ইত্যাদি। যেমন আল্লাহ তা ‘আলার বাণী:

(فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ)

“অতঃপর আমি তাদেরকে প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্তের বিপদ পাঠিয়েছিলাম। এগুলো স্পষ্ট নিদর্শন।” (সূরা আ ‘রাফ ৭:১৩০)

আল্লাহ তা ‘আলা অন্যত্র বলেন:

(فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ۚ وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِىَ بَيْضَاۤءُ لِلنّٰظِرِيْنَ)

অতঃপর মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল এবং তৎক্ষণাৎ সেটা এক সাক্ষাত অজগর হল। এবং সে তার হাত বের করল আর তৎক্ষণাৎ সেটা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হল। (সূরা আ 'রাফ ৭:১০৭-১০৮)

আল্লাহ তা 'আলা আরো বলেন:

(فَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ؕ فَانْفَلَقَ)

অতঃপর মূসার প্রতি ওয়াহী করলাম, 'তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত করো।' (সূরা শুআরা ২৬:৬৩)

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. অপরাধীদেরকে অপরাধের কারণে তিরস্কার করা শরীয়তসম্মত।

২. শরয়ী বিধানকে খুব মজবুত ও দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করতে হবে।

৩. প্রকৃত ঈমান কখনো ঈমানদারকে খারাপ কাজের দিকে নির্দেশ করে না।

৯৩ নং আয়াতে

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَآ ءَاتَيْنَٰكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا۟ ۖ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِى قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ۚ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِۦٓ إِيمَٰنُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

স্মরণ করো! সে সময়ের কথা যখন তোমাদের শপথ নিয়েছিলাম এবং তূর পর্বতকে তোমাদের ঊর্ধ্বে তুলেছিলাম এবং বলেছিলাম, 'যা দিলাম তা দৃঢ়রূপে ধারণ করো এবং শ্রবণ করো' । তারা বলেছিল, আমরা শুনলাম ও অমান্য করলাম। কুফরীর কারণে তাদের অন্তরে গো-বৎস-প্রীতি শিকড় গেড়ে বসেছিলো। বলো, 'যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে তোমাদের বিশ্বাস যার নির্দেশ দেয়, তা কতোই না নিকৃষ্ট' !

৯৩ নং আয়াতের তাফসীর:

বানী ইসরাঈলের অবাধ্যতার কারণে তাদের মাথার ওপর পাহাড় তুলে ধরা হয়

আবুল ‘আলিয়া (রহঃ) এবং রাবী ‘ ইবনে আনাস (রাঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাফসীর ইববি আবি হাতিম ১/২৮৩) বলা হয়েছে যে, তোমাদের যে কাজটি সবচেয়ে জঘন্যতম তা হলো মহান আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ এবং তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তোমরা পূর্বেও এবং এখনো অস্বীকার করছো। তোমরা রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কেও অস্বীকার করছো যা হচ্ছে নিকৃষ্টতম ও জঘন্যতম পাপের কাজ। তোমাদের প্রতি যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে মানবতার কল্যাণের জন্য পাঠানো হয়েছে তাঁকেও তোমরা অস্বীকার করছো। তোমরা কিভাবে দাবী করছো যে, তোমরা ঈমান এনেছো, অথচ তোমরা মহান আল্লাহ্‌র সাথে কৃত ওয়া ‘দা ভঙ্গ করছো, মহান আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ অস্বীকার করছো এবং বাছুরের পূজা করছো?

৯৪ নং আয়াতে

قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

তাদেরকে বলো, যদি সত্যি সত্যিই আল্লাহ সমগ্র মানবতাকে বাদ দিয়ে একমাত্র তোমাদের জন্য আখেরাতের ঘর নির্দিষ্ট করে থাকেন, তাহলে তো তোমাদের মৃত্যু কামনা করা উচিত–যদি তোমাদের এই ধারণায় তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।

৯৫ নং আয়াতের

وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌۢ بِالظَّٰلِمِينَ

কিন্তু তাদের কৃতকর্মের কারণে তারা কখনো তা কামনা করবে না। আর আল্লাহ্‌ যালিমদের সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানী।

আয়াত ৯৬

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِۦ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ

আর আপনি অবশ্যই তাদেরকে জীবনের প্রতি অন্যসব লোকের চেয়ে বেশী লোভী দেখতে পাবেন, এমনকি মুশরিকদের চাইতেও। তাদের প্রত্যেকে আশা করে যদি হাজার বছর আয়ু দেয়া হত; অথচ দীর্ঘায়ু তাকে শাস্তি হতে নিস্কৃতি দিতে পারবে না। তারা যা করে আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।

৯৪-৯৬ নং আয়াতের তাফসীর:

মৃত্যু কামনার নির্দেশ দিয়ে কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী তা নির্ণয়ের জন্য ইয়াহুদীদের সাথে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়া হলো

‘আবদুল্লাহ ইবনে ‘আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ সব ইয়াহুদীদেরকে বলেনঃ ‘তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় এসো, আমরা ও তোমরা মিলিত হয়ে মহান আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন আমাদের দুই দলের মধ্যে যারা মিথ্যাবাদী তাদেরকে ধ্বংস করেন। কিন্তু তখনই ভবিষ্যদ্বাণী হয় যে, তারা কখনো এতে সম্মত হবে না। আর হলোও তাই। তারা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় এলো না। (তাফসীর ইবনে আবি হাতিম ১/২৪৮) কারণ তারা অন্তরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ও কুর’ আন মাজীদকে সত্য বলে জানতো। যদি তারা এ ঘোষণা অনুযায়ী মুকাবিলায় আসতো তাহলে তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যেতো এবং দুনিয়ার বুকে একটি ইয়াহুদীও অবশিষ্ট থাকতো না। (তাফসীর ইবনে আবী হাতিম ১/২৪৮) ইবনে ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ইয়াহুদীরা যদি মৃত্যু কামনা করতো তাহলে তারা সবাই মারা যেতো। (হাদীসটি সহীহ। তাফসীরে ‘আব্দুর রাজ্জাক)

ইবনে জারীর (রহঃ) স্বীয় তাফসীরে উল্লেখ করে বলেন যে, আমাদের নিকট সংবাদ পৌছেযে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

"لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا .ولرأوا مقاعدهم من النار .ولو خرج الذين يُباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا".

ইয়াহুদীরা যদি মৃত্যু কামনা করতো তাহলে তারা সবাই মারা যেতো। আর তারা জাহান্নামে নিজেদের স্থান দেখতে পেতো। আর মুবাহালাকারীরা যদি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে মুবাহালার উদ্দেশ্যে বের হতো তাহলে তারা ফিরো এসে কোন আত্মীয়-স্বজন ও সম্পদ পাইতো না। (হাদীসটি সহীহ। মুসনাদয়ে আহমাদ ১/২৪৮/২২২৫, তাফসীরে ত্বাবারী ১/১৫৬৯, তাফসীরে আব্দুর রাজ্জাক ১/৯১) আর এ আয়াতের মতোই মহান আল্লাহ্র নিম্নোক্ত বাণীঃ

﴿قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْۤا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ وَ لَا يَتَمَنَّوْنَهٗۤ اَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝ قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِيْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ﴾

‘বলোঃ হে ইয়াহুদীরা! যদি তোমরা মনে করো যে, তোমরাই মহান আল্লাহ্‌র বন্ধু, অন্য কোন মানবগোষ্ঠি নয়; তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। কিন্তু তারা তাদের হস্ত যা অগ্রে প্রেরণ করেছে তার কারণে কখনো মৃত্যু কামনা করবে না। মহান আল্লাহ যালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত। বলোঃ তোমরা যে মৃত্যু হতে পলায়ন করো সেই মৃত্যুর সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হবেই। অতঃপর তোমরা উপস্থিত হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা মহান আল্লাহ্‌র নিকট এবং তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে যা তোমরা করতে। (৬২ নং সূরা জুমু ‘আহ, আয়াত নং ৬-৮)

তাদের দাবী ছিলোঃ ﴿نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَ اَحِبَّآؤُهٗ﴾

আমরা মহান আল্লাহ্‌র পুত্র ও তাঁর প্রিয়। (৫ নং সূরা মায়িদাহ, আয়াত নং ১৮) তারা আরো বলতোঃ

﴿لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى﴾

ইয়াহুদী অথবা খ্রিষ্টান ছাড়া কেউ কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (২ নং সূরা বাকারাহ, আয়াত নং ১১১) এ জন্যই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে অর্থাৎ ইয়াহুদীদেরকে বলেনঃ ‘এসো এর ফয়সালা আমরা এভাবে করি যে, আমরা দু’ টি দলে মাঠে বেরিয়ে যাই। তারপর আমরা মহান আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা জানাই যে, তিনি যেন আমাদের মধ্যকার মিথ্যাবাদী দলকে ধ্বংস করে দেন।’ কিন্তু ইয়াহুদী দলটির নিজেদের মিথ্যাবাদীতা সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাস ছিলো বলে তারা এর জন্য প্রস্তুত হলো না। সুতরাং তাদের মিথ্যা প্রকাশ পেয়ে গেলো।

অনুরূপভাবে নাজরানের খ্রিষ্টানরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আগমন করে বহু তর্ক বিতর্কের পর তাদেরকেও মুবাহালা করতে বলা হয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿فَمَنْ حَآجَّكَ فِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَ اَبْنَآءَكُمْ وَ نِسَآءَنَا وَ نِسَآءَكُمْ وَ اَنْفُسَنَا وَ اَنْفُسَكُمْ ۟ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ﴾

তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর যে ব্যক্তি তোমার সাথে ‘ঈসার সম্বন্ধে বিতর্ক করবে তাকে বলো, ‘এসো, আমাদের পুত্রদের এবং তোমাদের পুত্রদের আর আমাদের নারীদের এবং তোমাদের নারীদের এবং আমাদের নিজেদের এবং তোমাদের নিজেদের আহ্বান করি। তারপর আমরা বিনীত প্রার্থনা করি আর মিথ্যুকদের প্রতি মহান আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত বর্ষণ করি। (৩ নং সূরা আল ‘ইমরান, আয়াত নং ৬১) কিন্তু তারা পরস্পর বলতে থাকেঃ ‘মহান আল্লাহ্‌র শপথ!’ এ নবীর সাথে কখনো মুকাবিলা করো না, নতুবা এখনই

ধ্বংস হয়ে যাবে।’ সুতরাং তারা মোকাবেলা হতে বিরত হয় এবং জিজিয়া কর দিতে রাজি হয়ে সন্ধি করে নেয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ ‘উবাইদাহ ইবনে জাররাহ্‌কে (রাঃ) আমীর করে তাদের সাথে পাঠিয়ে দেন।

এভাবেই ‘আরবের মুশরিকদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا﴾ ‘বলো, যারা বিভ্রান্তিতে আছে, দয়াময় তাদেরকে প্রচুর অবকাশ দিবেন।’ (১৯ নং সূরা মারইয়াম, আয়াত নং ৭৫) এর পূর্ণ ব্যাখ্যা এ আয়াতের তাফসীরে ইনশা’ আল্লাহ বর্ণিত হবে।

অবশ্য কেউ কেউ বলেন ‘তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা করো, যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো’ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তোমরা যদি তোমাদের দাবীর ব্যাপারে সত্যবাদী হও তাহলে এখনই তোমরা মৃত্যু কামনা করো। তারা এর দ্বারা মুবাহালা উদ্দেশ্য নেয় নি। ইবনে জারীর (রহঃ) এরও দু’ টি উক্তির দ্বিতীয় উক্তি এটাই। তিনি বলেন মহান আল্লাহ উক্ত বাণী দ্বারা স্বীয় নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য ইয়াহুদীদের ওপর হুজ্জাত বা দালীল সাব্যস্ত করেছেন। আর ইয়াহুদী পণ্ডিত ও জ্ঞানীদেরকে লাঞ্ছিত করেছেন। আর তা এই যে মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তাঁর ও তাদের মাঝে মতভেদপূর্ণ বিষয়ে ইনসাফ এর সাথে ফয়সালা করার আদেশ দিয়েছেন। যেমন আদেশ দিয়েছিলেন খ্রিষ্টানদের একটি দলকে মুবাহালার জন্য, যখন তারা ‘ঈসা (আঃ) সম্পর্কে মতানৈক্য করলো। অতএব তিনি ইয়াহুদী সম্প্রদায়কে বললেন তোমরা যদি তোমাদের ঈমান ও মহান আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদের একটি মর্যাদা আছে মর্মে সত্যবাদী হও তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা করলেও তা তোমাদের কোন ক্ষতি সাধন করবে না। বরং তোমাদের প্রার্থনা অনুযায়ী আমি তোমাদের তা দিয়ে দিবো আর এর মাধ্যমে তোমরা দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট ও ক্লান্তি থেকে মুক্ত হয়ে শান্তিময় জীবন লাভ করতে পারবে। আর জান্নাতে মহান আল্লাহ্‌র প্রতিবেশী হয়ে সফলতা লাভ করবে। আখিরাতের বাসস্থান একমাত্র তোমাদের জন্যই নির্দিষ্ট মর্মে তোমাদের দাবী যদি বাস্তব হয়। আর যদি তোমরা তা না পাও, তাহলে মানুষেরা অনুধাবন করবে যে তোমরা মিথ্যা দাবীদার ছিলে আর আমরাই আমাদের দাবী অনুযায়ী সত্যবাদী ছিলাম। আর আমাদের ও তোমাদের মাঝের অস্পষ্টতা উম্মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু ইয়াহুদীরা মৃত্যু কামনা করা থেকে বিরত থাকলো। কেননা তারা জানতো যে, তারা যদি মৃত্যু কামনা করে তাহলে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। অর্থাৎ তাদের দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে আর আখিরাতে চিরস্থায়ী লাঞ্ছনা ভোগ করবে। যেমন খ্রিষ্টানরাও মুবাহালার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে বিরত ছিলো।

এটা এমন কিছু বিবরণ যার প্রথমাংশ উত্তম, কিন্তু শেষাংশের বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। আর তা এই জন্য যে, এই ব্যাখ্যা অনুপাতে তাদের ওপর কোন দালীল সাব্যস্ত হয় না। কেননা তারা তাদের দাবীতে সত্যবাদী হলেও মৃত্যু কামনা করা আবশ্যক করে না। কেননা মৃত্যু কামনা করা ও উযুদস সালাহ এর কোন অত্যাবশ্যকতা নেই। অনেক সৎ ব্যক্তিই রয়েছে যারা মৃত্যু কামনা করে না। বরং কামনা করে যে তাকে যদি হাজার বছর আয়ূ দেয়া হতো তাহলে তারা কল্যাণমুলক কাজ আরো বেশি বেশি করতে পারতো এবং জান্নাতে সুউচ্চ মর্যাদা লাভ করতো। যেমন হাদীসে এসেছেঃ خيركم من طال عمره وحسن عمله ‘তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম, যার আয়ূষ্কাল লম্বা হয়েছে এবং ‘আমল সুন্দর হয়েছে।’ (হাদীসটি সহীহ। জামি‘ তিরমিযী ৪/২৩২৯, ২৩৩০, মুসনাদে আহমাদ-৪/১৮৮, ১৯০, ৫/৪০, ৪৩, ৪৭, ২/২৩৫/ হাঃ ৭২১১।

আহমাদ শাকির ও নাসিরুদ্দীন আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। সিলসিলাতুস সহীহাহ ১৮৩৬) আবার সহীহ হাদীসে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন মহানবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

"لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به إما محسنًا فلعله أن يزداد، وإما مسيئًا فلعله أن يستعتب"

‘তোমাদের কেউ যেন কোন বিপদ-আপদের কারণে মৃত্যু কামনা না করে, কেননা সে নেককার হলে নেকীর কাজ আরো বেশি করতে পারবে। আর বদকার হলে হয়তো খারাপ কাজ থেকে সে বিরত হবে।’ (সহীহুল বুখারী ৫৬৭১, সহীহ মুসলিম-২৬৮০)

অতএব এসব দালীলের ভিত্তিতে তারা মুসলিমদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারে যে, হে মুসলিমগণ! তোমরা নিজেরাও তো জান্নাতী হওয়ার দাবী করো, তাহলে তোমরা সুস্থাবস্থায় মৃত্যু কামনা করো না কেন। অতএব কিভাবে তোমরা আমাদেরকে এমন কাজে বাধ্য করতে চাও যে কাজে আমরাও তোমাদেরকে বাধ্য করতে পারি। এসবই আয়াতের বাহ্যিক অর্থের ওপর ভিত্তি করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু যদি ইবনে ‘আব্বাসের তাফসীর এর দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করি তাহলে এরকম কোন অত্যাবশ্যকতা আসবে না। বরং তাদের সাথে ন্যায়পূর্ণ কথা বলা হবে। আর তা হলো এই যে, তোমরা যদি বিশ্বাস করো যে, অন্য মানুষ নয় শুধু তোমরাই মহান আল্লাহ্‌র বন্ধু, মহান আল্লাহ্‌র পুত্র এবং তার প্রিয় পাত্র। তাছাড়া তোমরাই একমাত্র জান্নাতী অন্য কেউ নয়, বরং তোমরা ছাড়া বাকী সবাই জাহান্নামী। তাহলে তোমরা মুবাহালা করো। আর তোমাদের মধ্যেকার মিথ্যাবাদীর ওপর বদ দু ‘আ করো। আর এটাও জেনে রেখো যে, নিশ্চয় মুবাহালা মিথ্যাকে মূলোৎপাটন করে। সুতরাং তারা যখন নিশ্চিত হলো এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সত্যবাদিতা অনুধাবন করলো, তখন তারা মুবাহালা করা থেকে বিরত হলো। কেননা তারা তাদের নিজেদের রচিত মিথ্যা ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর গুণাবলী সংক্রান্ত সত্যকে যে তারা গোপন করছে, এটা তারা খুব ভালো করেই জানতো। তারা মহানবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নবী হিসেবে তেমনই জানতো যেমন নিজের সন্তানকে সন্তান হিসেবে জানে। অতএব মুবাহালা থেকে বিরত থাকার কারণে প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের মিথ্যাবাদিতা, লাঞ্ছনা, পথভ্রষ্টতা ও সীমালঙ্ঘনের বিষয় বুঝতে পারলো। আর তারা এটাও বুঝতে পারলো যে, তাদের ওপর কিয়ামত পর্যন্ত মহান আল্লাহ কর্তৃক অভিসম্পাত বহাল থাকবে।

মুবাহালার অর্থ

এখানে মুবাহালার অর্থ ‘আশা করা।’ কারণ প্রতিটি নির্দোষ ব্যক্তি মহান আল্লাহ্‌র কাছে আশা করে যে, মহান আল্লাহ যেন তার বিরোধী লোকটিকে ধ্বংস করেন যে অনর্থক বিবাদ করছে। বিশেষ করে কোন ব্যক্তি যখন এরূপ ধারণা করে যে, সে সত্যের ওপর আছে তখন সে মুবাহালা করবে। এ ছাড়া অন্যায়কারীদের মৃত্যু কামনা করাও মুবাহালা। কারণ অন্যায়কারী বা অবিশ্বাসীদের কাছে পার্থিব জীবনের মূল্য সর্বাধিক, যেহেতু তারা জানে যে, তাদের অন্যায়ের শাস্তি স্বরূপ পরকালে কঠোর ‘আযাব ভোগ করতে

হবে, তাই তারা কখনো মৃত্যু কামনা করবে না। আর এজন্য মহান আল্লাহ বলেনঃ ﴿وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ﴾

‘কিন্তু তাদের কৃতকর্মের জন্য তারা কখনো তা কামনা করবে না এবং মহান আল্লাহ যালিমদের সম্পর্কে খুবই অবহিত।’

কাফিররা চায় যে, তাদেরকে দীর্ঘ জীবন দান করা হোক

মহান আল্লাহ বলেনঃ ﴿وَ لَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ﴾ ‘অবশ্যই তুমি তাদেরকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক লোভী দেখতে পাবে।’ অর্থাৎ তারা তাদের কৃত মন্দ কার্যাবলী ও এর পরিণতি স্বরূপ মহান আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান থাকার কারণে সকল সৃষ্টিকূলের মধ্যে তারাই পার্থিব জীবন তথা লম্বা বয়সের প্রতি বেশি আগ্রহী হবে। কেননা মহানবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر

‘পার্থিব দুনিয়া মু’মিনের জন্য কয়েদখানা আর কাফিরের জন্য জান্নাত স্বরূপ।’ (সহীহ মুসলিম-৪/১/২২৭২) তারা অর্থাৎ কাফিররা আখিরাতের অবস্থান থেকে যে কোন ভাবেই তারা বিলম্ব হোক এটাই তারা কামনা করবে কিন্তু যার ভয় তারা পাচ্ছে তা ঘটবেই। তাদের কামনাকে যাদের কাছে কোন ঐশি কিতাব নেই এমন মুশরিকদের চেয়েও বেশি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইবনে ‘আব্বাস (রাঃ) মুশরিকদের দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন, অনারাবদেরকে। (হাদীস সহীহ। মুসতাদরাক হাকিম-২/২৬৩)

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, মুনাফিকদের ইহলৌকিক জীবনের লালসা কাফিরদের চেয়েও বেশি থাকে। এই ইয়াহূদীরা তো এক হাজার বছরের আয়ু চায়। তাইতো মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَ مَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ﴾ ‘এক হাজার বছরের আয়ুও তাদেরকে শাস্তি হতে মুক্তি দিতে পারবে না।’ কাফিররা তো পরকালকে বিশ্বাসই করে না, কাজেই তাদের মরণের ভয় কম; কিন্তু ইয়াহূদীদের পরকালের প্রতি বিশ্বাস ছিলো, আবার তারা খারাপ কাজও করতো। এ জন্যই তারা মৃত্যুকে অত্যন্ত ভয় করতো। কিন্তু ইবলীসের সমান বয়স পেলেই কি হবে? শাস্তি হতে তো বাঁচতে পারবে না। (তাফসীর তাবারী ২/৩৭৬)

﴿وَ اللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ﴾

‘মহান আল্লাহ তাদের কাজ হতে বে-খবর নন।’ সকল বান্দার ভালো মন্দ কাজের তিনি খবর রাখেন এবং প্রত্যেকের কর্ম অনুপাতেই প্রতিদান দিবেন।

ইহুদিদের দুনিয়া প্রীতির প্রতি এটি সূক্ষ্ম বিদ্রূপ বিশেষ। আখেরাতের জীবন সম্পর্কে যারা সচেতন এবং আখেরাতের জীবনের সাথে যাদের সত্যিই কোন মানসিক সংযোগ থাকে তারা কখনো পার্থিব স্বার্থ লাভের জন্য মরিয়া হয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু ইহুদিদের অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল এবং এখনো আছে।

যখন তাদেরকে তাওরাত শক্তভাবে ধারণ করার নির্দেশ প্রদান করা হল তখন তারা বলল: আমরা তোমার কথা শ্রবণ করলাম এবং তা অমান্য করলাম। মূলত গো-বৎসের ভালবাসা তাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গেছে বলেই তাদের জবাব এরূপ ছিল।

এ আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর ৬৩ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐসব ইয়াহূদীদেরকে বলেন: তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় এস, আমরা ও তোমরা মিলিত হয়ে আল্লাহ তা ‘আলার নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন আমাদের দু’ দলের মধ্যে যারা মিথ্যাবাদী তাদেরকে ধ্বংস করেন। এরূপ সত্য প্রমাণে ধ্বংসের দু ‘আ করাকে মুবাহালা বলা হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জানানো হয় যে, তারা কখনো এতে সম্মত হবে না। অবশেষে তা-ই হলো। তারা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় আসল না। কারণ তারা আন্তরিকভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে ও কুরআন মাজীদকে সত্য বলে জানত। যদি তারা এ ঘোষণা অনুযায়ী মোবাহালায় আসত তাহলে তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যেত এবং দুনিয়ার বুকে একটি ইয়াহূদীও অবশিষ্ট থাকত না।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: যদি ইয়াহূদীরা মুবাহালায় আসত এবং মিথ্যাবাদীদের জন্য ধ্বংসের প্রার্থনা করত তবে তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যেত এবং তারা জাহান্নামে নিজ নিজ জায়গা দেখে নিত। (মুসনাদ আহমাদ ১/২৪৮, মুসনাদ আবূ ইয়ালা ৪/৪৭,১ বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।)

অনুরূপভাবে যারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসেছিল, তারা যদি মুবাহালার জন্য প্রস্তুত হত তবে তারা ফিরে গিয়ে তাদের পরিবারবর্গ এবং ধন-সম্পদের নাম-নিশানাও দেখতে পেত না। (মুসনাদ আহমাদ হা: ২২২৫, সনদ সহীহ)

ইয়াহূদীদের বিশেষ দাবি ছিল যে, তারা বলত:

(نَحْنُ أَبْنَاءُ اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ)

‘আমরা আল্লাহর পুত্র ও তার প্রিয়পাত্র।’ (সূরা মায়িদাহ ৫:১৮) তারা আরো বলত:

(لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارٰي)

“যারা ইয়াহূদী বা খ্রিস্টান হয়েছে তারা ছাড়া আর কেউই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।” (সূরা বাকারাহ ২:১১১) এজন্যই আল্লাহ তা ‘আলা বলেন, বাস্তবে যদি তাই হয়ে থাক তবে তোমরা আল্লাহ তা ‘আলার কাছে মৃত্যু কামনা কর। কিন্তু তারা কখনো তাদের কৃতকর্মের জন্য মৃত্যু কামনা করবে না।

এরূপ আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(قُلْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْٓا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهٗٓ اَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ)

“বলঃ হে ইয়াহূদীগণ! যদি তোমরা মনে কর যে, তোমরাই আল্লাহর বন্ধু, অন্য কোন মানুষ নয়; তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও। কিন্তু তারা তাদের হস্ত যা পূর্বে প্রেরণ করেছে তার কারণে কখনো মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহ যালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত।” (সূরা জুমু ‘আহ ৬২: ৬-৭) সুতরাং তারাই আল্লাহ তা ‘আলার প্রিয়পাত্র, একমাত্র তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এসব তাদের মুখের দাবিমাত্র, যার সাথে বাস্তবতার কোন মিল নেই।

অতঃপর আল্লাহ তা ‘আলা তাদের সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, তারা চায় দুনিয়াতে হাজার হাজার বছর বা বহুদিন জীবিত থাকতে। কিন্তু তাদের এ দীর্ঘায়ু আল্লাহ তা ‘আলার শাস্তি থেকে কিছুতেই রক্ষা করতে পারবে না। কারণ আল্লাহ তা ‘আলার কাছে একদিন ফিরে যেতে হবেই।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. ইসলাম আসার পর ইয়াহূদীদের ধর্ম বাতিল, একমাত্র ইসলাম ধর্মই সঠিক যা ইয়াহূদীদেরকে মুবাহালার দিকে আহ্বান করে আরো সুস্পষ্ট হয়ে গেল।

২. বাতিল পন্থীরা যদি হকের বিরুদ্ধে মুবাহালা করতে চায় তাহলে ইসলামে তা অনুমতি রয়েছে।

৩. পৃথিবীতে সবচেয়ে দীর্ঘায়ু লিপ্সু হচ্ছে ইয়াহূদী জাতি।